Faculty Name : Prof. Dr. Chhanda Ghoshal

Subject : Bengali

Course Name & Semester : Bhashar Itihas O Parichay & 1st Semester

Paper No. : BENG-101

Paper Name : Bhashar Itihas O Parichay

Keywords : Lipir Udbhab, Lipir Bikash, Lipir Parichay, Bangla Lipi, Bangla Lipir Kramabikash

লিপি কী?

লিপি হল মানুষের মুখের ভাষার এমন রূপায়ণ যাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়, যাকে এক কাল থেকে অন্য কালের জন্যে রেখে দেওয়া যায়। এই রূপায়ণ সাধন করতে গিয়ে যে ভাষা ছিল মূলত মুখে বলার ও কানে শোনার জিনিস, মানুষ লিপির মাধ্যমে সেই ভাষাকে করেছে চোখে দেখার জিনিস, পড়ার জিনিস। অর্থাৎ যেটা ছিল মূলত শ্রব্য, সেটাকে সে করেছে দৃশ্য।

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

চিত্রলিপি (Pictogram):

- আদিম স্তরে দেখা দিয়েছিল চিত্রাঙ্কন-প্রবৃত্তি। দশ বারো হাজার বছর আগেকার মানুষ ছবি এঁকে উল্লেখ্যযোগ্য বস্তু ও ঘটনাকে প্রকাশ করত। দেশ বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্বত-গুহার গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি পাওয়া গিয়েছে। আধুনিককালে অনুন্নত মানুষের সমাজে আজও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

- উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের এইরকম স্মারক আলেখ্যপদ্ধতি সুবিদিত।

- দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মতো নানারঙের দড়ির গুচ্ছিতে গিঁট বেঁধে বিশেষ বিষয় ও ঘটনা নথিভুক্ত করে রাখত। এই পদ্ধতির নাম কুইপু (Quipu) অর্থাৎ গ্রন্থিলিখন। বর্তমানেও ভারতবর্ষের সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসী সমাজের মানুষ গাছের ছাল বা সুতো গিঁট বেঁধে বার্তা প্রেরণ বা আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে, যা ‘গিরা’ নামে প্রচলিত।

ভাবলিপি (Ideogram):

- লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় সোপানে ভাবলিপি। এ স্তরে কোন বস্তু বোঝাতে তার সম্পূর্ণ ছবি না দিয়ে শুধু সেটির রেখাচিত্র ব্যবহৃত হত। রেখাচিত্রের সাহায্যে ভাব বোঝানো হত।
- যেমন, ‘রাত্রি’ বোঝাতে ‘আকাশ’ ও ‘চাঁদ-তারা’; ‘তীর-ধনু’ দ্বারা শিকারের সংকেত দ্যোতিত হত প্রভৃতি।

শব্দলিপি (Phonogram):

- ভাবলিপি ও চিত্রলিপি থেকে তৃতীয় সোপানে পাওয়া গেল শব্দলিপি। রেখাচিত্রটি ভাবলিপি অবস্থায় যে বস্তু বা যে বিষয় বোঝাত এখন তৃতীয় সোপানে সেটি সেই বস্তু ও বিষয় জ্ঞাপক শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছ নির্দেশ করতে লাগল। তখন সেই রেখালিপি হল শব্দলিপি।
- প্রাচীন মিশরের চিত্রপ্রতীক লিপি ও প্রাচীন চীনের লিপি এই পর্যায়ের। চীনা ভাষায় এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে।

অক্ষরলিপি (Syllabic script):

- চতুর্থ সোপানে শব্দচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক হয়ে শব্দলিপিটি সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে শুধু আদ্যধ্বনি নির্দেশ করতে লাগিল। এই ব্যাপারটিকে বলে শীর্ষনির্দেশ (Acrology)। আদ্যধ্বনি নির্দেশের ফলে শব্দলিপি পরিণামে হল অক্ষরলিপি।

ধ্বনিলিপি (Alphabetic script):

- পঞ্চম সোপানে অক্ষরলিপির শেষ পরিণাম হল ধ্বনিলিপি। অক্ষরলিপিতে হল আদ্য অক্ষরের প্রতীক, আর সব শেষে গ্রীক-রোমান ধ্বনিলিপিতে একক ধ্বনি বা বর্ণ (Letter)।

- গ্রীক-রোমান লিপি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। ভারতীয় লিপি অংশত ধ্বনিমূলক এবং অংশত অক্ষরমূলক।

বিভিন্ন লিপির পরিচয়

সুমেরীয় বাণমুখ লিপি :

- বর্তমান মেসোপটেমিয়ায় একসময় সুমের জাতির বাস ছিল। অন্ততঃ ছ’ হাজার বছর আগে সুমের-জাতি যে চিত্রলিপি উদ্ভাবন করে, পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ঐটেই প্রাচীনতম লিপি।
- কাঁচা মাটির টালির উপরে কীলক বা বাটালি বসিয়ে এই লিপি লিখত বলে এই লিপির নাম কীলকাক্ষর লিপি। একে বাণমুখ লিপিও বলে।
- মূলতঃ এই লিপি শব্দলিপি, পরে তা অক্ষরলিপিতে পরিণত হয়। পারস্যে হখামনীয় নৃপতিরা যে সমস্ত লিপি খোদাই করেছিলেন, তাতে বাণমুখ লিপি ব্যবহৃত হয়েছে।
- সেমীয় জাতীয় লোকরাই সর্বপ্রথম এই লিপির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে বলে একে ‘সেমীয় লিপি’ বলেও অভিহিত করা হয়।
- সম্ভবতঃ চিত্রলিপি থেকেই বাণমুখ লিপির উদ্ভব হয়।

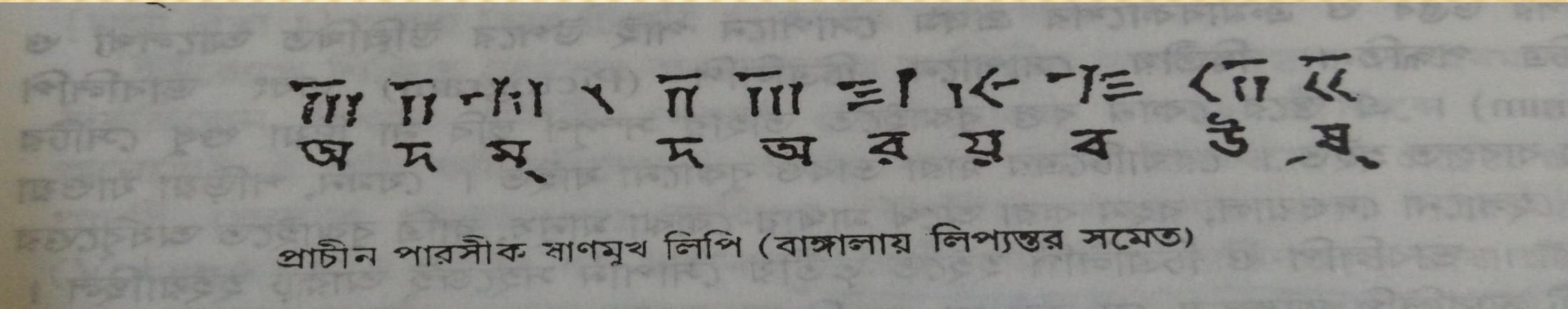

মিশরীয় লিপি :

- খ্রী. পূ. ৩০০০ অব্দের দিকে মিশরীয় লিপির উদ্ভব ঘটে।
- সেমীয় লিপি থেকে এই লিপির সৃষ্টি বলে অনেকে অনুমান করেন।
- মিশরীয় লিপিতে চিত্র, ভাব এবং ধ্বনির সমন্বয়ে ঘটেছে।
- মিশরীয় লিপির তিনটি ধারা ছিল – (ক) হায়ারোগ্লিফ – প্রস্তরে খোদিত চিত্রপ্রতীকযুক্ত রীতিই ছিল হায়ারোগ্লিফ; (খ) হিরাটিক – পুরোহিতরা ‘প্যাপিরাস’-এর উপর টানা লিখে যেতেন, তা হল হিরাটিক; ও (গ) ডেমোটিক - সাধারণ লোকের ব্যবহারযোগ্য অধিকতর টানা লেখা হল ডেমোটিক।

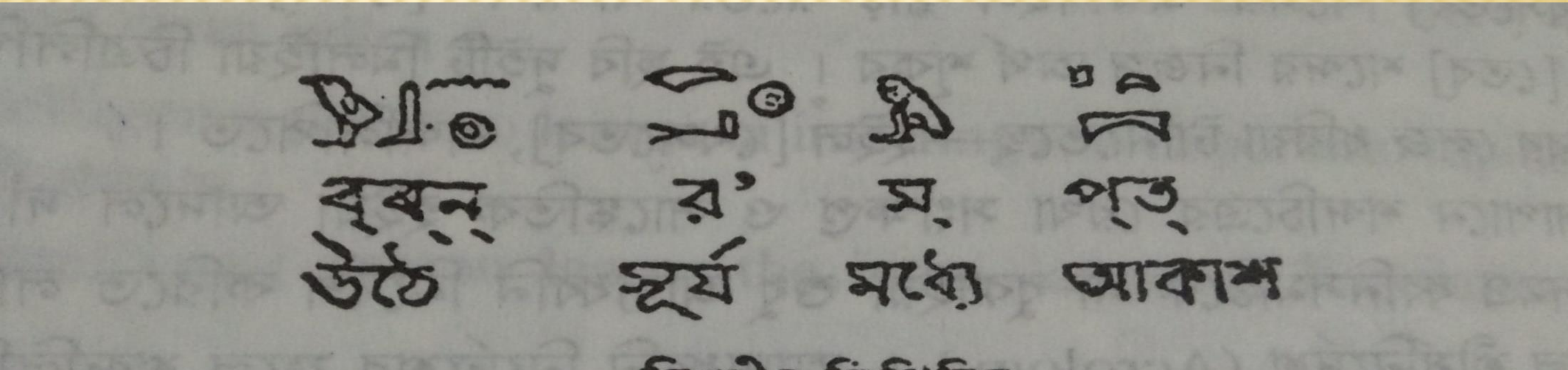

চীনীয় লিপি :

- সুমেরীয় বাণমুখ লিপি ও মিশরীয় হায়রোগ্লিফ লিপির মতো চীনা লিপিও মূলতঃ চিত্র থেকে উদ্ভূত এবং ভাব-চিত্র-লিপির স্তর পার হয়ে এ লিপি কখনও ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি।
- চীনা ভাষায় প্রতিটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর নির্দিষ্ট রয়েছে।
- চীনা লিপির অক্ষরের সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক। চীনা লিপিকে জাপানীরা গ্রহণ করেছে এবং জাপানী লিপিতে অক্ষর সংখ্যা ৪৭টি।

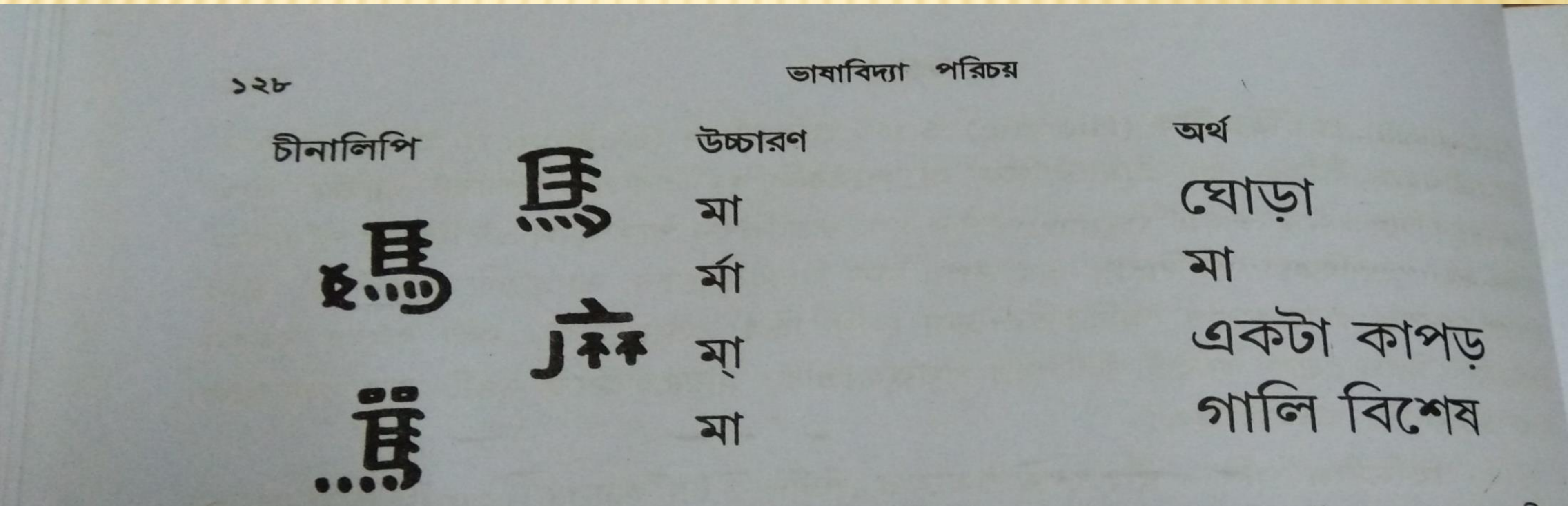
১২৮ ভাষাবিদ্যা পরিচয়

চীনালিপি	উচ্চারণ	অর্থ
	মা	ঘোড়া
	র্মা	মা
	ম্‌া	একটা কাপড়
	মা	গালি বিশেষ

ভারতীয় লিপি :

- ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুইটি – খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী – অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাহ্মী লিপি বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হয়। খরোষ্ঠী লিপির জন্ম সেমীয় লিপি থেকে আর ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে।
- খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর (অর্থাৎ অশোকের সময়ের) ব্রাহ্মী লিপি স্থানকালের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে আধুনিক ভারতীয় এবং পূর্ব-এসীয় বিবিধ লিপিমালায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে অশোক লিপির অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। গুপ্ত শাসনকালে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে রূপ পেয়েছিল তাকে কুটিল লিপি বলা হয়। এই কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দেই বাংলা বর্ণমালা নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছিল।

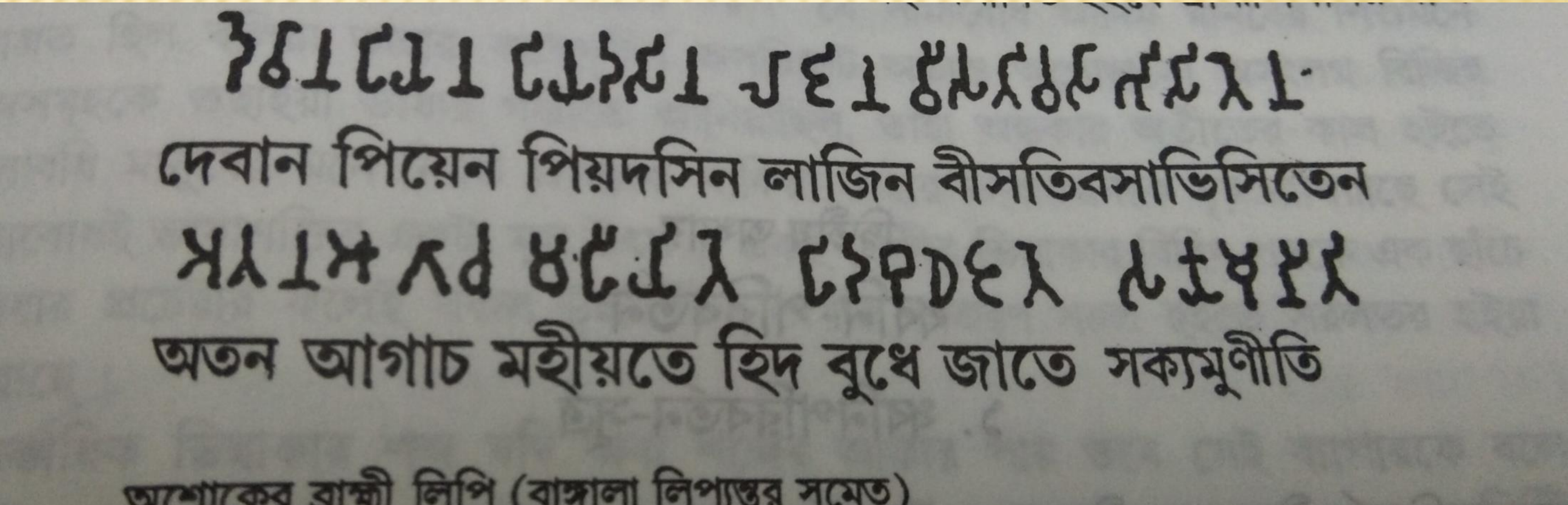

বঙ্গলিপির উদ্ভব ও বিকাশ

ব্রাহ্মী
(খ্রী.পূ. ৩য় শতক)

↓

কুষাণ লিপি
(খ্রী. ১ম-২য় শতক)

↓

গুপ্ত লিপি
(খ্রী.৪র্থ-৫ম শতক)

↓

সিদ্ধমাতৃকা/কুটিল
(খ্রী.৬ষ্ঠ-১০ম শতক)

↓

উত্তর-পশ্চিম ভারত (শারদা, আ.খ্রী.৮০০)

মধ্যদেশ ও রাজস্থান-গুর্জর (নাগর, ৮ম-১০ম শ)

পূর্বভারত প্রত্ন-বাঙলা/গৌড় (১১শ শতক)

মধ্য এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

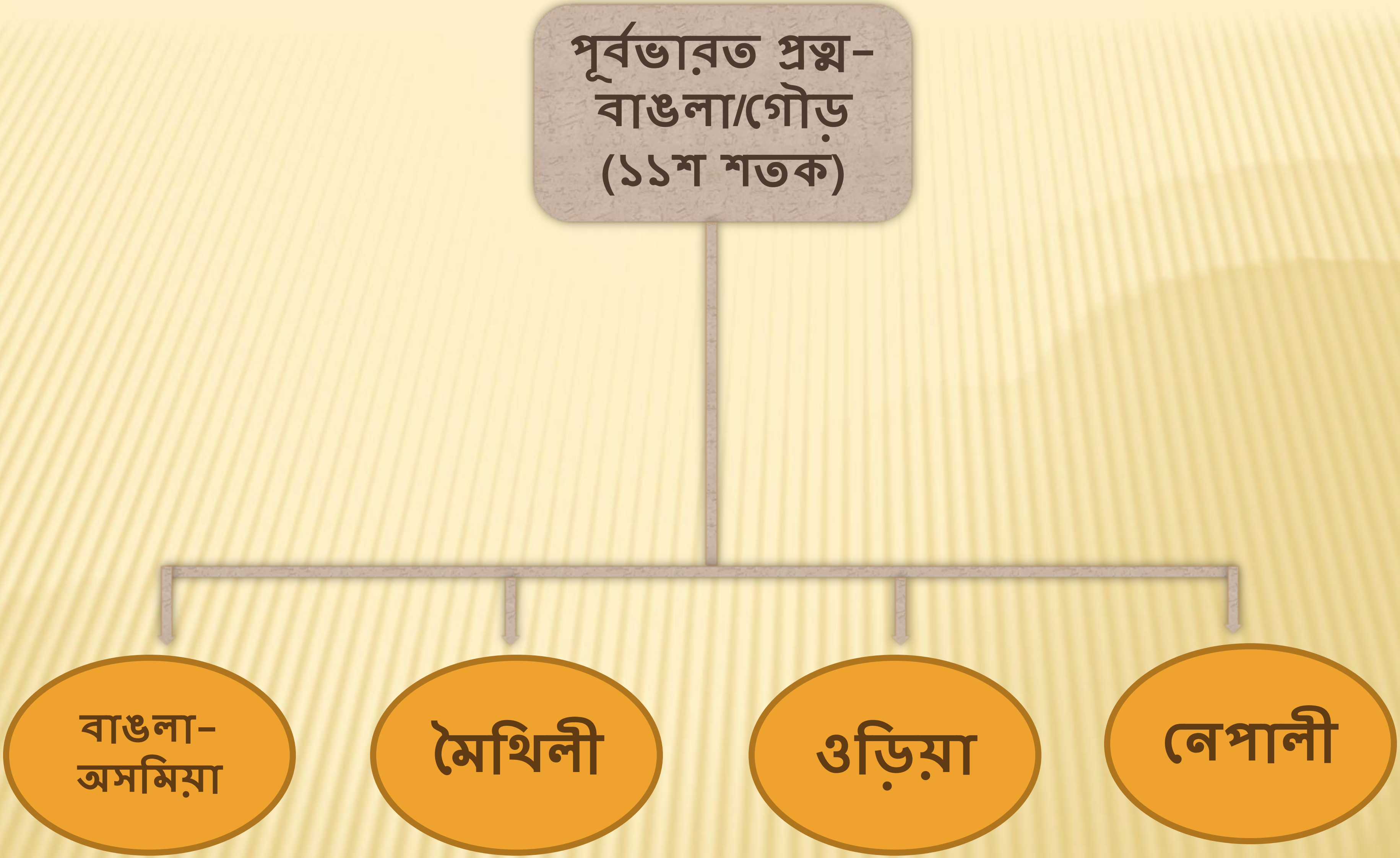
পূর্বভারত প্রত্ন-বাঙলা/গৌড় (১১শ শতক)
বাঙলা-অসমিয়া
মৈথিলী
ওড়িয়া
নেপালী

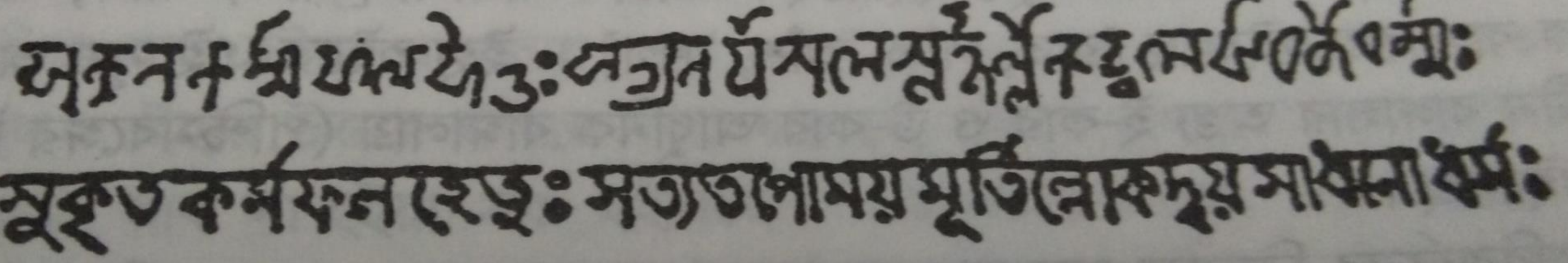

ষষ্ঠ শতাব্দের কুটিল লিপি (আধুনিক লিপ্যন্তর সমেত)

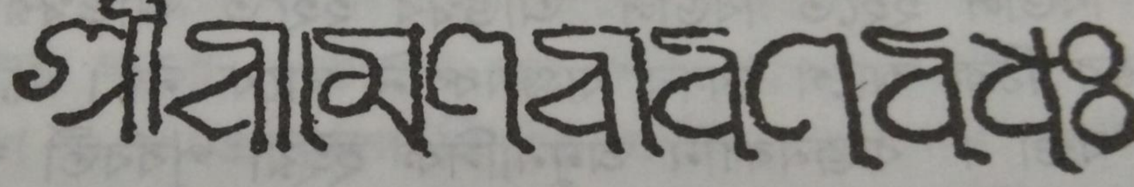

শ্রী রা মে ণ রা ব ণ ব ধঃ

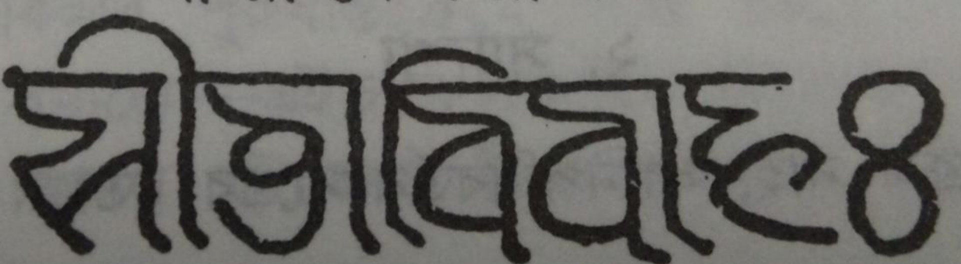

সী তা বি বা হঃ

দ্বাদশতাব্দের বাঙ্গালা লিপি ॥

ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	বঙ্গলিপি	নাগরী
𑀅	𐨀	অ	अ
𑀆	𐨀	আ	आ
𑀇	𐨀𐨁	ই	इ
𑀉	𐨀𐨂	উ	उ
𑀏	𐨀𐨅	এ	ए
𑀑		ও	ओ
𑀓	𐨐	ক	क
𑀔	𐨑	খ	ख
𑀕	𐨒	গ	ग
𑀖	𐨓	ঘ	घ
𑀗	𐨙	ঙ	ङ
𑀘	𐨕	চ	च
𑀙	𐨖	ছ	छ
𑀚	𐨗	জ	ज
𑀛	𐨗	ঝ	झ
𑀜	𐨙	ঞ	ञ
𑀝	𐨚	ট	ट
𑀞	𐨛	ঠ	ठ
𑀟	𐨜	ড	ड
𑀠	𐨝	ঢ	ढ
𑀡	𐨞	ণ	ण

ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	বঙ্গলিপি	নাগরী
𑀢	𐨟	ত	त
𑀣	𐨠	থ	थ
𑀤	𐨡	দ	द
𑀥	𐨢	ধ	ध
𑀦	𐨣	ন	न
𑀧	𐨤	প	प
𑀨	𐨥	ফ	फ
𑀩	𐨦	ব	ब
𑀪	𐨧	ভ	भ
𑀫	𐨨	ম	म
𑀬	𐨩	য	य
𑀭	𐨪	র	र
𑀮	𐨫	ল	ल
𑀯	𐨬	ৱ	ब
𑀰	𐨭	শ	श
𑀱	𐨮	ষ	ष
𑀲	𐨯	স	स
𑀳	𐨱	হ	ह

সিন্ধুলিপি :

- মোহন্-জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাগার্য যুগের যে সমস্ত শীলমোহর উদ্ধার করা হয়েছে তাতে ৪০০টি প্রতীক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, যাদের পণ্ডিতরা ভাবচিত্রলিপি এবং ধ্বনিমূলক চিহ্ন বলে মনে করেন। একে সিন্ধুলিপি বলা হয়। এই লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভবপর হয়নি।
- ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত মিনোয়ান লিপির সাথে মিল আছে।

মিনোয়ান লিপি :

- ক্রীট দ্বীপে খ্রী.পূ. তৃতীয় সহস্রাব্দের মিনোস্ রাজাদের প্রাসাদে অসংখ্য প্রাচীন লিপিযুক্ত ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের ‘ক্রীটান’ বা ‘মিনোয়ান লিপি’ নামে অভিহিত করা হয়।
- এই লিপি সুমেরীয় এবং মিশরীয় লিপির দ্বারা প্রভাবিত।

মায়া-লিপি :

- আমেরিকার আদি অধিবাসীরা মায়া সভ্যতা, আজ্‌তেক সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মায়া-লিপি, আজ্‌তেক লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী:

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র; ভাষাবিদ্যা পরিচয় : জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ; কলকাতা; জুলাই, ২০১৩

মজুমদার, পরেশচন্দ্র; আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে : দে'জ পাবলিশিং; অক্টোবর, ২০০৬

মণ্ডল, সুবীর; বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শ', রামেশ্বর; সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা : পুস্তক বিপণি; কলকাতা; ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

সেন, সুকুমার; ভাষার ইতিবৃত্ত : আনন্দ; কলকাতা; আগস্ট ২০১৫

Lehmann. Winfred P.: Historical Linguistics : An Introduction, Oxford & IBH Publishing Co., 1966